রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৬, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৫—২০৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৫—৩৬৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৫—১৩১
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৩—৪০৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৩—১৪
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ, ১৪৩১/১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৬.২০-৫১—যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান (১০৯০৫০৯৬), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা এর বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন কার্যে ব্যত্যয়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং কারিগরি অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা নং- ১৪/২০২৪ রুজু করত তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন;

যেহেতু, ০৯-০২-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ নয় মর্মে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং বক্তব্যের সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযুক্তের জবাব ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এবং কার্যধারাটি অগ্রসর হওয়ার মতো পর্যাপ্ত ভিত্তি না থাকায় তাকে এই বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা যায়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা-কে বিভাগীয় মামলায় আনীত 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১৪/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মাঘ, ১৪৩১/০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.২০ (বি.মা).৮৫—যেহেতু, জনাব মো: সারোয়ার সালাম (পরিচিতি নং-১৭৭৮৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বর্তমানে সহকারী পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.-১৮১.২৭.০০২.২০(বি.মা).৪০৮ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপিল আবেদন করলে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'নামঞ্জুর' হয়। ইতোমধ্যে তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকায় এ.টি ১৪৫/২০২৩ নং মামলা দায়ের করেন যা স্থানান্তরিত হয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩, ঢাকা এ.টি ১২৪/২০২৪ নং মামলায় রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গত ০৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মামলা দো-তরফা সূত্রে নিষ্পত্তি করেন এবং প্রার্থীর অনুকূলে রায়/আদেশ ঘোষণা করেন; এবং

৩। সেহেতু, জনাব মো: সারোয়ার সালাম (পরিচিতি নং-১৭৭৮৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বর্তমানে সহকারী পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.২০(বি.মা).৪০৮ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর রায়/আদেশ এর পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা-২ শাখার ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭. ০০২.২০(বি.মা).৪০৮ নং 'তিরস্কার' সূচক প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক 'অব্যাহতি' প্রদান করা হলো।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ মাঘ, ১৪৩১/০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০০৫.২৪-৪২—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মল্লিক (বিপি-৭৩০৫১২১৫৪২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, রাজশাহী ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, বরগুনা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জেলা প্রশাসন, বরগুনা কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ উপলক্ষে বরগুনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জনাব মোঃ মেহেদি হাছানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং বরগুনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক জনাব আলী আহমেদ এর নেতৃত্বে ০৪ (চার) টি ভেন্যুসহ শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে প্রথাগতভাবে পুলিশ মোতায়েন করেন। তিনি ঐ দিন সকাল ০৮:৩০ ঘটিকায় বরগুনা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে জেলা পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের সদস্যগণসহ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তীতে রাসেল স্কয়ারে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং মুজিব অঙ্গন, বরগুনা কালেক্টরেটের সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি তার সরকারি বাংলোয় অবস্থান করার সময় শিল্পকলা একাডেমির চলমান আলোচনা সভায় সাবেক এমপি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জনাব এস এম তারেক রহমানের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী শিল্পকলা একাডেমির উপরে, নিচে এবং ভিতরে অবস্থান নেয়। আনুমানিক ১১:১৫ ঘটিকায় অফিসার ইনচার্জ লক্ষ্য করেন যে সেখানে অবস্থান করা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব এস এম তারেক রহমান এর গাড়ির সামনের কাঁচ ভাঙ্গা যা ইটের আঘাতে হয়েছে মর্মে ধারণা করা হয়। গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার বিষয়কে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জনাব মহরম আলী, সাবেক এমপি জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সাথে বাক্-বিতন্ডায় লিপ্ত হন এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এক পর্যায়ে জনাব মহরম আলী এমপি মহোদয়কে গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার জন্য তাঁর সমর্থিত শিল্পকলা একাডেমির ভিতরে থাকা সবুজ গ্রুপকে দায়ী করলে তিনি পুলিশের গাড়ি ঠিক করে দিবেন মর্মে আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের একজন নেতা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মহরম আলীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তার সাথে আসা ডিবি পুলিশের এসআই এবং কয়েকজন সদস্য তাকে মারধরপূর্বক থানায় নিয়ে যায়। শিল্পকলা একাডেমির ভিতরে থাকা পুলিশ সদস্যরা সেখানে বিভিন্ন ফ্লোরে, বাথরুমে, সিড়িঁতে এবং ছাদে অবস্থানরত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। অতঃপর সেখানকার ছাত্রলীগের কর্মী এবং অন্যান্যদেরকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হলে সেখান থেকে নেতাকর্মীরা দৌঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকলে বাইরে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যগণও (ইউনিফর্ম ও সিভিলে) তাদেরকে দুদিক থেকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে যার ভিডিও বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়। তিনি বরগুনা জেলার পুলিশ সুপার হিসাবে তার অধীনস্থ অফিসার/ফোর্সের উপর যথাযথ কমান্ড ও কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তার যথাযথ তদারকি ও নির্দেশনার অভাব এবং সমন্বয়হীনতার কারণে এহেন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০০৪/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭-০৫-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের প্রয়োজনীয়তা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব হাসান মোঃ শওকত আলী (বিপি ৭১৯৯০২০৮৬১) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (এলএফএন্ডপি), ডিএমপি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে গত ০৭-০১-২০২৫ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে।

৪। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মল্লিক (বিপি-৭৩০৫১২১৫৪২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, রাজশাহী ও সাবেক পুলিশ সুপার, বরগুনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ মাঘ, ১৪৩১/২৯ জানুয়ারি, ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৪.২০২৫-৭৩—যেহেতু, জনাব জহির উদ্দিন মোহাম্মদ তৈমুর আলী (বিপি-৭৯০৬১০৪৫৯৭), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বিএমপি, বরিশাল, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) হিসাবে পিবিআই, সিলেট এ কর্মরত থাকাকালে গত ১৪-০৭-২০১৯ তারিখ ফেনী জেলার নারী ও শিশু মামলা নং ৬৯/১২; তারিখ: ১৬-০৭-২০১৯, নারী ও শিশু মামলা নং ৫০/১; তারিখ: ১৮-০২-২০১৯, নারী ও শিশু মামলা নং ১৬/১২; তারিখ: ২৪-০৩-২০১৯ এবং নারী ও শিশু মামলা নং ৭৮/১৪; তারিখ: ২০-০৫-২০১৯ সংক্রান্তে উক্ত আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের তারিখ ধার্য না থাকা সত্ত্বেও তিনি ফেনী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের তৎকালীন বেঞ্চ সহকারী জনাব রবিউল আলম পরস্পর যোগসাজসে সংশ্লিষ্ট আদালতের সিল/স্বাক্ষর সম্বলিত ভুয়া/জাল সাক্ষীর সমন/ওয়ারেন্ট সৃজন করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অসত্য তথ্য প্রদানপূর্বক উল্লিখিত তারিখসমূহে নিজ কর্মস্থল থেকে প্রস্থান করেছিলেন। তিনি উক্ত তারিখসমূহে ফেনী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির না হওয়ার বিষয়টি এবং সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট আদালতের সিল/স্বাক্ষর সম্বলিত মেকি/জাল কোর্ট সার্টিফিকেট দাখিল করেন। পরবর্তীতে তিনি কর্মস্থল পিবিআই, সিলেট জেলাতে ফিরে গিয়ে কোনো যোগদানপত্র প্রদান করেননি। উপরোক্ত অভিযোগসমূহ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত না থাকা/বিলম্বে উপস্থিত হওয়া; পরপর ০২ (দুই) মাস কোনো জিআর/সিআর মামলা নিষ্পত্তি/প্রতিবেদন দাখিল না করা ও পিবিআই হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা থেকে এম/ই অনুমোদনের কপি প্রাপ্তির পর গড়ে ৩০ (ত্রিশ) দিনেরও অধিক সময় পরে তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করার বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও কারণ দর্শানোর কোনো নোটিশের জবাব দাখিল না করার অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসাবে ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৯-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব জহির উদ্দিন মোহাম্মদ তৈমুর আলী (বিপি-৭৯০৬১০৪৫৯৭), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বিএমপি, বরিশাল ও সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিবিআই, সিলেট এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.২২.০০১.২৪.১৪৫—বগুড়া জেলার গাবতলী মডেল থানার মামলা নং-১৪, তারিখ ১৩-১২-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)/১০/১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাই
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ মাঘ, ১৪৩১/০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.০৬.০০১.২২-৮৫—বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ৯ ধারা মোতাবেক পানি সম্পদ পরিষদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালানার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করিল:

সভাপতি

(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

সদস্যবৃন্দ

(২) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

(৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

(৪) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

(৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা।

(৭) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য।

(৮) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(৯) স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১০) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১৩) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১৪) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব।

(১৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

(১৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক।

(১৭) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী।

(১৮) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী।

(১৯) যৌথ নদী কমিশনের সদস্য।

(২০) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পানি বিশেষজ্ঞ:

(১) নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, প্লট# ০৬, রোড# ৩/সি, ব্লক এইচ, সেক্টর-১৫।

(২) ড. মোঃ শিবলি সাদিক, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ।

(২১) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি:

জনাব হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ, ওয়াটারএইড, ঢাকা।

সদস্য সচিব

(২২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক।

২। নির্বাহী কমিটি এর কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত রয়েছে।

৩। জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.০৬.০৫৬.১৬-৮৬—নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৫৩ নম্বর আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের।

সদস্যবৃন্দ

(খ) প্রশাসক, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর;

(গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিব;

(ঘ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিব;

(ঙ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী:

(১) প্রকৌশলী মালিক ফিদা আব্দুল্লাহ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস, গুলশান, ঢাকা।

(২) ড. মোঃ মনজুরুল কিবরিয়া, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সমন্বয়ক, হালদা নদী গবেষণা ল্যাবরেটরি।

সচিব

(জ) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

২। কমিটির কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত।

৩। ক্রমিক ১(ছ)-এ বর্ণিত সদস্যদ্বয় প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো সদস্যকে যেকোনো সময় তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে পারবেন এবং সম্মানিত সদস্যগণও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মাসুম রেজা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
পিআইএম রিফর্ম এবং শিল্প ও শক্তি অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মাঘ, ১৪৩১/০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ২০.০০.০০০০.৬৩৪.২০.০৫.২৪.১৭—সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক নিম্নরূপ 'প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি' (PCC) গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন:

সভাপতি

১. মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৪. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৫. সদস্য শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৬. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭. সিনিয়র সচিব/সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

৮. সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৯. সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ

১০. সিনিয়র সচিব/সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (পাইলট সেক্টর)

সদস্য সচিব

১১. প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

(১) কমিটি সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা/ এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ (যদি থাকে) এবং তা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে;

(২) কমিটি বছরে ন্যূনতম একটি সভা করবে; এবং

(৩) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ইব্রাহীম খলিল
উপপ্রধান (উপসচিব)।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪৩১/১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪১.০০.০০০০.০১৯.০০১.০৪.১৭(অংশ).৪৭—জনাব জান্নাতুল ফাতেমা চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাজসেবা অফিসার/ সমমান পদে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় কর পরিদর্শক (১০ম গ্রেড) হিসেবে ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে ০৯ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

২। এ অবস্থায়, বাংলাদেশ সার্ভিস রুল পার্ট-১ এর বিধি ৪২(১) এর (ii) এবং বিধি ৩০০ (বি) অনুযায়ী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর সমাজসেবা অফিসার জনাব জান্নাতুল ফাতেমা চৌধুরী এর পূর্বতন পদের চাকরিকাল ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে ০৯ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বর্তমান চাকরির সাথে শুধুমাত্র পেনশন গণনা ও বেতন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

এ, বি, এম, সাদিকুর রহমান
উপসচিব (প্রশাসন-৪)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১২.১১.০০৫.২৪-১৫২**—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘবিধির ৫.২ (ii) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জনকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসাবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

ক্র.নং	নাম ও পরিচয়	পদবি
০১	প্রফেসর মোঃ জহুরুল আলম সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বি.বি কলেজ, পল্লবী, ঢাকা	সদস্য, সাধারণ পর্ষদ
০২	জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন বোর্ড অফ ডিরেক্টর, চিটাগাং সোস্যাল বিজনেস সেন্টার লিমিটেড	সদস্য, সাধারণ পর্ষদ

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মাদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৩ মাঘ ১৪৩১/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৫.০২-৭০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন জাফরী, জন্ম তারিখ: ০১-০৬-১৯৯৪ খ্রি., পিতা-নুরুল ইসলাম মোশারফ হাওলাদার, মাতা-গোলেনুর বেগম জাহানারা, গ্রাম-নতুন চরদৌলত খান, ডাকঘর-চরদৌলত খান, উপজেলা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার চরদৌলত খান ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৬২.৯১-৭১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ তছলিম উদ্দিন, জন্ম তারিখ: ০৮-০২-১৯৮৩ খ্রি., পিতা-নুরুল ইসলাম, মাতা-হোসনেয়ারা বেগম, গ্রাম-হীরাগাজীর বাড়ী বক্তপুর, ডাকঘর-বক্তপুর, উপজেলা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ১৬ নং বক্তপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
পিআইএম রিফর্ম এবং শিল্প ও শক্তি অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মাঘ ১৪৩১/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ২০.০০.০০০০.৬৩৪.২০.০৫.২৪.১৭—সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের দিক নির্দেশন প্রদানের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক নিম্নরূপ 'প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি' (PCC) গঠন করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন:

সভাপতি

১. মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৪. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৫. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৬. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭. সিনিয়র সচিব/সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

৮. সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৯. সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ

১০. সিনিয়র সচিব/সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (পাইলট সেক্টর)

সদস্য সচিব

১১. প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(খ) কমিটির কার্যপরিধি:

(১) কমিটি সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা/ এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ (যদি থাকে) এবং তা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে;

(২) কমিটি বছরে নূন্যতম একটি সভা করবে; এবং

(৩) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ইব্রাহীম খলিল
উপপ্রধান (উপসচিব)।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.৯৯.১৯৬.২৪-১৭—হজযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম-২০২৫ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ/সমন্বয়ের জন্য নির্দেশক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

সভাপতি/আহবায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

৩. সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের ০১ জন প্রতিনিধি

৪. পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৫. নির্বাহী পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

৬. পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৭. পরিচালক, (হজ), হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা

৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (বিমান), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)

১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট্স অব বাংলাদেশ (আটাব)

১১. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স

১২. কান্ট্রি ম্যানেজার, ফ্লাইনাস

১৩. প্রতিনিধি, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড

সদস্য সচিব

১৪. যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কার্যপরিধি:

(১) হজ যাত্রীদের বিমানে গমনাগমন সহজীকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত অবহিতকরণ;

(২) হজ ফ্লাইট শিডিউল পরিবীক্ষণ;

(৩) হজ ও এজেন্সিসমূহের নিকট সরাসরি টিকেট বিক্রয়ে সহযোগিতা প্রদান;

(৪) নির্ধারিত তারিখে হাজীদের বিমানবন্দরে প্রেরণ ও ইমিগ্রেশনসহ অন্যান্য কাজে সহায়তা প্রদান; এবং

(৫) কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত অবহিত করবে।

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.৯৯.১৯৬.২৪-১৬—হজযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম-২০২৫ তদারকি, সমন্বয়, নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্দেশক্রমে "হজ টাস্কফোর্স-২০২৫" গঠন করা হলো:

আহবায়ক

১. সদস্য (প্রশাসন), বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব (বিমান), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. পরিচালক (গ্রাহক সেবা) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

৫. পরিচালক (হজ), হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা

৬. উপপসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭. সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর উপসচিব পর্যায়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

৮. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর উপসচিব পর্যায়ের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

৯. পরিচালক, এভসেক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

১০. ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

১১. প্রতিনিধি, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)

১২. প্রতিনিধি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট্স অব বাংলাদেশ (আটাব)

১৩. সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স-এর ০১(এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১৪. ফ্লাইনাস-এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি

১৫. প্রতিনিধি, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড

কার্যপরিধি:

(১) 'হজ ফ্লাইট-২০২৫' এর সিডিউল অনুযায়ী হজ-পূর্ব (Pre-Hajj) এবং হজ-উত্তর (Post-Hajj) হজযাত্রীদের বহনকারী উড়োজাহাজ চলাচল তদারকি;

(২) শিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীদের যাতায়াত সুষ্ঠু ও সহজতর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) হজযাত্রী পরিবহণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি/পরিচালনা সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিমাসে ন্যূনতম দু'টি সভা করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন দাখিল;

(৪) হজযাত্রীদের নির্বিঘ্নে হজে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং দায়িত্ব-শেষে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং

(৫) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুমানা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩১/০৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০০২.২১-৩২—ঔষধ ও ভ্যাক্সিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাপ্ত ADR/AEFI রিপোর্টসমূহের Causaity Assesment সহ ফার্মাকোভিজিল্যান্স কার্যক্রম সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পর্কে লাইসেন্সিং অথরিটি অব ড্রাগস (DGDA)-কে সুপারিশ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২. ০৬.০১১.০৮.১৬১, তারিখ ১৩ জুলাই ২০২১ মোতাবেক গঠিত Adverse Drug Reaction Committee (ADRAC)-কে নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর , মহাখালী ঢাকা

৪. পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

৫. চেয়ারপারসন, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা

৬. চেয়ারপারসন, EPI Vaccine এর Expert Review Committee

৭. ভ্যাক্সিন বিশেষজ্ঞ, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা

৮. ডীন, মেডিসিন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৯. ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১০. বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

১১. বিভাগীয় প্রধান, ডার্মাটোলজি বিভাগ, কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল (সিএমএইচ), ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

১২. বিভাগীয় প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ , ঢাকা

১৩. বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, আগারগাঁও, ঢাকা

১৪. ডেপুটি চীফ, ন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১৫. প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১৬. সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ), ঢাকা

১৭. সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), ঢাকা

সদস্য-সচিব

১৮. পরিচালক (ফার্মাকোভিজিল্যান্স), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

পর্যবেক্ষক:

১. লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিএন্ডএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

২. লাইন ডিরেক্টর, সিডিসি/একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা

৩. সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা

কার্যপরিধি:

1. Confirm/revisit the casuality assesment of serious and/ or unexpected ICSRs or any ICSR of special interest for any reason.
2. Confirm/revisit the BRA of Specific medical products in sepecific indications in the context of the HCS of Bangladesh.
3. Advise DGDA on the need for conducting additional Pharmacovigilance activites for special medical products, including post-authorization studies and other methods. Recommend specfific methods suitable for the HCS of Bangladesh.
4. Advise DGDA on the need for conduting additional risk minimization activities for sepcific medical products, including especialy risk communication and other methods. Recomanded specific methods suitable for the HCS of Bangladesh.
5. Advise DGDA on making safety-regulatory decision which may need to be considered on the basis of decisions made by foreign NRAs regarding mdecines authorised in Bangladesh.
6. Advise DGDA on the format, content and implementation of routine risk minimization method.
7. Upon DGDA's request, advise on matters related to the decision of approval or the conduct of clinical trial of investigational medicines or the conduct of other types of studies in authorized medicines.
8. Upon DGDA's request, advise on any other matter related to the safe use of medicines for human use authorized or proposed for market authorization.
9. The chairperson of ADRAC will form its Technical Sub committee (TSC) for casuality assessment & risk assessment of the medical products (Drugs & Vaccines).
10. This Committee has the authority to co-opt additional experts to assist in its work.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর
উপসচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৪ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০৩.২৪.২২৪—যেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (খাদ্য পরিদর্শক), বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া হিসেবে কর্মকালীন ১১-০৬-২০১৯ খ্রি. হতে ১৫-০৯-২০১০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১নং আপত্তি অনুযায়ী, বোরো চাল সংগ্রহ/২০২০, বোরো ধান সংগ্রহ/২০২০ এবং গম সংগ্রহ/২০২০ এর আওতায়, সংগ্রহ পরিমাণ অপেক্ষা ৪০০০ খানা খালি বস্তা বেশি খরচ দেখানো হয়। ফলে সরকারের ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (৩০ কেজি ধারণক্ষম প্রতিটি বস্তার অর্থনৈতিক মূল্য ৬০/- হিসেবে); এবং

যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ২ নং আপত্তি অনুযায়ী, ১৮-০৯-২০১৯ খ্রি. এর ৪৪০৮৮৪৯ নং বিলি আদেশমূলে ইপি খাতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তর, বগুড়ার অনুকূলে ১৮-০৯-২০১৯ খ্রি. ৫৯ বস্তায় ১.৭৭১ মে. টন চাল বিতরণ দেখানো হয়। পুনরায় একই বিলি আদেশমূলে ২৯-০৯-২০১৯ খ্রি. ৬০ বস্তায় ১.৭৭১ মে. টন চাল বিতরণ দেখানো হয়। ফলে সরকারের ৭৭,০১৫.৪১ (সাতাত্তর হাজার পনের দশমিক চার এক) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩,৪৮৬.৯৬ টাকা হিসেবে); এবং

যেহেতু বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৪ নং আপত্তি অনুযায়ী, ছাঁটাইয়ের জন্য মিলে প্রেরিত ধানের বিপরীতে প্রাপ্ত ২৩ খানা খালি বস্তা কম হিসাবভুক্ত করা হয়। ফলে সরকারের ১,৮৪০/- (এক হাজার আটশত চল্লিশ টাকা) আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার অর্থনৈতিক মূল্য ৮০/- হিসেবে); এবং

যেহেতু,বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৫ নং আপত্তি অনুযায়ী ১৮-০৯-২০১৯ খ্রি. এর ০৬০৯২৩৩১ নং বিলি আদেশমূলে ইপি খাতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তর বগুড়ার অনুকূলে ১৮-০৯-২০১৯ খ্রি. ১.৫৭ মে. টন গম বিতরণ দেখানো হয়। পুরনায় একই বিলি আদেশমূলে ২৯-০৯-২০১৯ খ্রি. ১.৫৭২ মে. টন গম বিতরণ দেখানো হয়। ফলে সরকারের ৪৯,৩২৭.৮০ (উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতাশ দশমিক আট শূন্য) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন গমের অর্থনৈতিক মূল্য ৩১,৩৭,৯.০০৯ টাকা হিসেবে); এবং

যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৬ নং আপত্তি অনুযায়ী, বিলি আদেশের ৩য় কপি, খামাল কার্ড, সেন্ট্রাল লেজার যাচাইকালে ১৪৬ বস্তায় ৬.০২৭ মে. টন চালের মজুদ কম পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ২,৬৯,৮৬৮.৪৪ (দুই লাখ উনসত্তর হাজার আটশত আটষট্টি দশমিক চার চার) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৪,৭৭৬.৫৭৯ টাকা হিসেবে); এবং

যেহেতু বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৭ নং আপত্তি অনুযায়ী, বিলি আদেশের ৩য় কপি, খামাল কার্ড, সেন্ট্রাল লেজার যাচাইকালে ১৮ বস্তায় ০.৯০৪ মে. টন গমের মজুদ কম পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ২৯,৭২৮.০৩ (উনত্রিশ হাজার সাতশত আটাশ দশমিক শূন্য তিন) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন গমের অর্থনৈতিক মূল্য ৩২,৮৮৪.৯৮৬ টাকা হিসেবে); এবং

যেহেতু, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৮ নং আপত্তি অনুযায়ী, বগুড়া সদর এলএসডির বাস্তব মজুত যাচাইকালে ০৮ বস্তায় ০.৩২০ মে. টন ধানের মজুদ কম পাওয়া যায়। ফলে সরকারের ৮,৩২০/- (আট হাজার তিনশত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (প্রতি মে. টন ধানের অর্থনৈতিক মূল্য ২৬,০০০/- হিসেবে) এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (খাদ্য পরিদর্শক), বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া তার উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে (২,৪০,০০০+৭৭,০১৫.৪১+১,৮৪০+৪৯,৩২৭.৮০+২,৬৯,৮৬৮.৪৪+২৯,৭২৮.০৩+৮,৩২০) টাকা= ৬,৭৬,০৯৯.৬৮ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেন, যা দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১৩,৫২,১৯৯.৩৬ তেরো লাখ বায়ান্ন হাজার একশত নিরানব্বই দশমিক তিন ছয়) টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য; এবং

যেহেতু, উল্লিখিত কারণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ২২.০২-২০১৩ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩. ২৭.০১৭.২৩.১৭৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করে তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০২-০৫-২০১৩ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তার বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৭ (ঘ) অনুযায়ী বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মুহাম্মদ তানভীর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নওগাঁকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জনাব মুহাম্মদ তানভীর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নওগাঁ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের স্পষ্টীকরণ প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ১,২,৪,৫,৬ ৭ ও ৮ অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আপত্তি নং ৫ প্রমাণিত হয়নি। অবশিষ্ট আপত্তিসমূহ অর্থাৎ আপত্তি নং ১,২,৪,৬,৭ ও ৮ এ উল্লিখিত অভিযোগসমূহ অর্থাৎ খালি বস্তা বেশি খরচ দেখানো, একই বিলি আদেশমূলে পুনরায় চাল বিতরণ, খালি বস্তা কম হিসাবভুক্তকরণ, চাল, ধান ও গম মজুদ কম পাওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রমাণিত

অভিযোগসমূহের সাথে জড়িত (২,৪০০০০+৯৯,০১৫.৪৩+১৪৪০ +২,৬৯,৮৬৮.৪৪+২৯,৭১৮.০৩+৯,৩২০) টাকা=৬,২৬,৭৭১.৮৮ টাকা সরকারি ক্ষতি সাধনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি এর অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (খাদ্য পরিদর্শক), বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া সরকারি ক্ষতির দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১২,৫৩,৫৪৩.৭৬ (বারো লাখ তেপ্পান্ন হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ দশমিক সাত ছয়) টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) ও (ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড প্রদান করে; এবং

যেহেতু, মোঃ হাফিজুর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া উক্ত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং তার ব্যক্তিগত আপিল শুনানী, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদির যথার্থতা রয়েছে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত দন্ড যথোপযুক্ত এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রদান করা হয়েছে এবং আরোপিত দণ্ড ও মাত্রাতিরিক্ত নয়। অধিকন্তু, এ বিভাগীয় মামলায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

সেহেতু, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, খাদ্য পরিদর্শক, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বগুড়া সদর এলএসডি, বগুড়া-কে গত ০২-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বাতিল বা সংশোধনের কোন যৌক্তিক কারণ নাই প্রতীয়মান হওয়ায় আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-কে প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখা হইল এবং আপিল মামলাটি এতদ্বারা নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩১/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১০.২৪-২৭—যেহেতু জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেল সুপার, গাইবান্ধা জেলা কারাগার গত ২৬-০৬-২০২৪ তারিখ বগুড়া জেলা কারাগারে কর্মকালীন আনুমানিক ভোর ০৩.০৫ ঘটিকায় কারাগার হতে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কয়েদি পলায়ন করতে সক্ষম হয়। উক্ত ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ১৪/২০২৪ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে গত ০৮-১২-২০২৪ তারিখ অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেল সুপার, বগুড়া জেলা কারাগার (বর্তমানে গাইবান্ধা জেলা কারাগারে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১৪/২০২৪ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

বহিরাগমন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২০ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

নং ৫৮.০০.০০০০.০৪১.১৭.০০৮.২৪.৪৪—বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কিত টাস্কফোর্স নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

(ক) কমিটি গঠন:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন) সুরক্ষা সেবা বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

৩. মহাপরিচালক (কনস্যুলার), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১ অধিশাখা), জননিরাপত্তা বিভাগ

৫. উপপুলিশ মহাপরিদর্শক ইমিগ্রেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)

৬. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৭. পরিচালক (অপারেশন উইং), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি

৮. পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

৯. পরিচালক (বহিঃসম্পর্ক সংযোগ উইং), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর

১০. পরিচালক (এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এন্ড লিয়াঁজো ব্যুরো), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

সদস্য-সচিব

১১. যুগ্মসচিব (বহিরাগমন-২ অধিশাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(খ) **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে গৃহীত সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরামর্শ প্রদান;

(২) কমিটি এ সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োজনবোধে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে এবং প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে;

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামরুজজামান
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২২ মাঘ ১৪৩১/০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.২০২৫-১০৪—যেহেতু, জনাব আবু হায়দার মোঃ আশরাফুজ্জামান (বিপি-৭১৯৯০৬৭৫৮৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সার্কেল অফিস, নীলফামারী, অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ফুলছড়ি থানা, গাইবান্ধা জেলায় কর্মরত থাকাকালে গত ০১-০৭-২০১৭ তারিখ দিবাগত রাতে জনৈক মোঃ নুরল হোসেন (পিতা-মৃত বানু মন্ডল), সাং-গাবগাছি টেংরাকান্দি এর বাড়ী হতে ০২টি মহিষ হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত জিডি করেন। মহিষের মালিকের ছেলে মোঃ আব্দুর রহমান সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানাধীন যমুনা নদীর তীরে জনৈক আব্দুল মান্নান (৪৫) (পিতা-মৃত বজলু শেখ) এর বাড়ীর বাহিরে মহিষ ০২ টি বাঁধা অবস্থায় দেখে সনাক্ত করে কাজীপুর থানাধীন নাটুয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়িকে অবহিত করেন। নাটুয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মোঃ ওসমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মহিষ ০২ টি উদ্ধার এবং ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে জনৈক আব্দুল মান্নান (৪৫) এবং মোঃ বেলাল হোসেন (১৬) কে আটক করেন। এসআই মোঃ ওসমান বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। তিনি এসআই শ্রী রাজেন্দ্র মোহন চাকীসহ ফোর্স নাটুয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে প্রেরণ করেন। মহিষের মালিক নুরুল হোসেন মামলা ছাড়াই উদ্ধারকৃত মহিষ ০২ টি জিম্মায় নেয়ার আবেদন করেন এবং এ ঘটনায় আটককৃত ব্যক্তি আব্দুল মান্নান এবং বেলাল হোসেন বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই বলে জানান। এসআই শ্রী রাজেন্দ্র মোহন চাকী আটকৃত ব্যক্তিদেরকে বুঝে নেন এবং তার সাথে আলোচনা করে ০২ টি জিম্মানামা মূলে মহিষের প্রকৃত মালিক নুরুল হোসেনের জিম্মায় প্রদান করেন। ফোর্সসহ এসআই শ্রী রাজেন্দ্র মোহন চাকী ফুলছড়ি থানার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথিমধ্যে আটককৃত ব্যক্তিদ্বয়কে জনাব মোঃ তোজাম্মেল হক (পিতা-মৃত আফাজ উদ্দিন, সাং-নাটুয়াপাড়া) এর জামিনে ও মুচলেকায় প্রদান করেন। তিনি নিজ থানার পুলিশ অন্য জেলায় পাঠিয়ে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেননি। অপরদিকে তিনি খুনসহ গরু ডাকাতি মামলায় তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে মামলার ঘটনাস্থল হতে ঘটনার দিন ০১ ডাকাত কে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেন। তিনি মামলাটির তদন্তকালে গ্রেফতারকৃত আসামীর কাছ থেকে তথ্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। র‍্যাব কর্তৃক ০২ জন মামলা সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন আসামীসহ সুন্দরগঞ্জ থানা কর্তৃক ০১ জন এবং দেওয়ানগঞ্জ থানা পুলিশের সহায়তায় যৌথ অভিযানের মাধ্যমে ০১ জন এজাহার নামীয় আসামী গ্রেফতার করা হয়। তিনি থানা অফিসার ইনচার্জ ও মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে অন্যান্য ডাকাতদের সম্পর্কে কোন তথ্য উদঘাটন এবং পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করতে পারেননি। এছাড়াও তিনি অপমৃত্যু মামলার তদন্তকারী অফিসার নিরস্ত্র এসআই মোঃ সেলিম মিয়ার যোগসাজসে আর্থিক লাভের আশায় ধর্তব্য অপরাধে জড়িত থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই মৃতার স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে গ্রেফতারপূর্বক জেল হাজতে প্রেরণ করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, সাক্ষীদের জবানবন্দী, তদন্ত প্রতিবেদনে অদক্ষতা ও অসদাচরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদন্ড হিসাবে "২ (দুই) বছরের জন্য নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ০৫-০২-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথাযর্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব আবু হায়দার মোঃ আশরাফুজ্জামান (বিপি-৭১৯৯০৬৭৫৮৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সার্কেল অফিস, নীলফামারী ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, ফুলছড়ি থানা, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) (ক) মোতাবেক "২ (দুই) বছরের জন্য নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদন্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৯.২০২৫-১০৫—যেহেতু জনাব মোঃ এমরান মাহমুদ তুহিন (বিপি-৭৯০৬১০২৭০৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গোয়েন্দা শাখা, পাবনা, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) হিসাবে গোয়েন্দা শাখা, বগুড়ায় কর্মরত থাকাকালে গত ২৭-০৫-২০২১ রাতে সঙ্গীয় এসআই শওকত আলমসহ বগুড়া জেলার সদর থানাধীন আল-আমিন কমপ্লেক্স মার্কেটের চতুর্থ তলায় জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, পিতা-মৃত আব্দুল হামিদ প্রামাণিক, সাং-শিকারপুর, থানা ও জেলাঃ বগুড়া এর বিড়ি ফ্যাক্টরির অফিসে নকল ও অবৈধ মালামাল রাখার অভিযোগে তল্লাশি করেন। তল্লাশিকালে কোন অবৈধ মালামাল না পাওয়া সত্বেও জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিনকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ০৯ (নয়) লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন পুলিশ সুপার, বগুড়া বরাবর এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ০৯ (নয়) লক্ষ টাকা বুঝে পেছেন মর্মে পুলিশ সুপার, বগুড়া বরাবর অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, স্বাক্ষীদের জবানবন্দী ও তদন্ত প্রতিবেদনে এরূপ কর্মকান্ড উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অসদাচারণ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসাবে ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষদ্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২. যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ০৫-০২-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩. যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪. সেহেতু, জনাব মোঃ এমরান মাহমুদ তুহিন (বিপি-৭৯০৬১০২৭০৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গোয়েন্দা শাখা, পাবনা ও সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গোয়েন্দা শাখা, বগুড়া এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদন্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৬.২৫-১০৬—যেহেতু, জনাব মর্ম সিংহ ত্রিপুরা (বিপি-৭৮০৬১৪২২০২) পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র) সাবেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জের (বর্তমানে কচুয়া সার্কেল অফিস, চাঁদপুর জেলায় কর্মরত) এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ৯৫, গত ১২-০৬-২০২২ তারিখ রুজু করা হয়। জনাব মর্ম সিংহ ত্রিপুরা গত ১৩-১২-২০১৬ খ্রিঃ থেকে ১১-০৯-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জে কর্মরত ছিলেন। উক্ত ইউনিটে যোগদানের পর থেকে শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত বিভিন্ন সময় অর্থাৎ ০৮-০১-২০১৭ খ্রিঃ ০১ দিন, ০৪-০২-২০১৭ খ্রিঃ ০১ দিন, ০৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ ০১ দিন, ২৫-০২-২০১৭ খ্রিঃ ০১ দিন, ২৭-০৩-২০১৭ খ্রি হতে ০১-০৪-২০১৭ খ্রিঃ ০৬ দিন, ২৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ ০১ দিন, ২৮-০৪-২০১৭ হতে ২৯-০৪-২০১৭ খ্রিঃ ০২ দিন, ১৪-০৫-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮-০৫-২০১৭ খ্রিঃ ১৪ দিন, ১৫-০৬-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৩-০৬-২০১৭ খ্রিঃ ০৯ দিন, ০১-০৭-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০১-০৮-২০১৭ খ্রিঃ ৩২ দিন, ০৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৬-০৮-২০১৭ খ্রিঃ ০৪ দিন, ০৮-০৮-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৯-০৮-২০১৭ খ্রিঃ ২২ দিন, ৩০-০৮-২০১৭ হতে ৩১-০১-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৫৪ দিন, ০৫-০২-২০১৮ খ্রিঃ ০১ দিন, ০৬-০২-২০১৮ খ্রিঃ ০১ দিন, ০৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ ০১ দিন, ১২-০২-২০১৮ খ্রিঃ ০১ দিন, ১৩-০২-২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২০৪ দিন, সর্বমোট=৪৫৬ (চারশত ছাপ্পান্ন) দিন কর্মস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত না থেকে গরহাজির থাকেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ক) মোতাবেক "গুরুদন্ড" হিসাবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৫-০২-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রদত্ত দন্ড হ্রাস করা যথাযথ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মর্ম সিংহ ত্রিপুরা (বিপি-৭৮০৬১৪২২০২) পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র) সাবেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪ নারায়ণগঞ্জের (বর্তমানে কচুয়া সার্কেল অফিস, চাঁদপুর জেলায় কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ক) মোতাবেক "গুরুদন্ড" হিসাবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দন্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দন্ড ও অবনমিতকরণ কাল তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না এবং অভিযুক্তের বিভিন্ন মেয়াদে কর্মস্থলে গরহাজিরকাল সর্বমোট ৪৫৬ (চারশত ছাপ্পান্ন) দিন অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৫.২০২৫-১০৭—যেহেতু, জনাব মোঃ হানিফ শিকদার (বিপি-৭২৯১০৮৬১৩৫), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) সিআইডি, পটুয়াখালী, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, পাথরঘাটা থানা, বরগুনায় কর্মরত থাকাকালে গত ০৮-০১-২০১৯ তারিখ রাত ০৯.৩০ ঘটিকায় তৎকালীন পাথরঘাটা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ হান্নান মিয়া এবং এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আরিফুর রহমান পাথরঘাটা থানাধীন রুহিতা ভাঙ্গনপাড় এলাকার ড্রেজার থেকে মোবাইল চুরি ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন-কে গ্রেফতার করে পাথরঘাটা থানায় নিয়ে আসেন এবং থানাহাজতে রাখেন। বিষয়টি থানার সাধারণ ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেননি এবং আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা করাননি। পক্ষদ্বয় কর্তৃক সালিশ-বৈঠকের বিষয়টি সাধারণ ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেননি। আসামী মোঃ বেল্লাল হোসেনকে থানা হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি সাধারণ ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেননি, এবং

২। যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন "সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে উল্লিখিত চুরির ঘটনার সাথে জড়িত আসামীকে সনাক্ত করার বিষয়টি জানা সত্বেও অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক সংক্রান্তে নিয়মিত মামলা রুজু করেননি। দ্বিতীয়তঃ গত ০৯-০১-১৯ খ্রিঃ তারিখ অনুমান ২২.০০ ঘটিকায় এসআই মোঃ হান্নান মিয়া এবং এএসআই আরিফুল পাথরঘাটা থানাধীন রুহিতা ভাঙ্গনপাড় এলাকার ড্রেজার থেকে চুরির ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আসামী বেল্লাল হোসেন'কে গ্রেফতার করে অনুমান ২২.৩০ ঘটিকায় থানায় নিয়ে আসেন এবং থানা হাজতে রাখেন। তিনি বিষয়টি থানার সাধারণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ এবং আসামীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা করাননি।

তৃতীয়তঃ পক্ষদ্বয় কর্তৃক সালিশ-বৈঠকের বিষয়টি অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক সাধারণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেননি। চতুর্থতঃ অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক গ্রেফতারকৃত আসামি মোঃ বেল্লাল হোসেনকে থানা হাজত থেকে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি থানার সাধারণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেননি মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অভিযুক্তকে অসদাচরণের দায়ে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং ৪(৩)(ক) মোতাবেক "গুরুদন্ড"হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

৩। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৫-০২-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দন্ড হ্রাস করা যথাযথ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ হানিফ শিকদার (বিপি-৭২৯১০৮৬১৩৫) পুলিশ পরিদর্শক,(নিরস্ত্র), সিআইডি,পটুয়াখালী, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, পাথরঘাটা থানা, বরগুনায় কর্মরত এর আপিল আবেদন এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি নং ৪(৩) (ক) মোতাবেক "গুরুদন্ড" হিসাবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দন্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০১(এক) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গণি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩১/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-১৮০—ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-০৯, তারিখ-০২-১১-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩১/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮১—রাজশাহী জেলার রাজপাড়া থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-০৭-০৫-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ঈ) ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮২—রাজশাহী জেলার রাজপাড়া থানার মামলা নং-৩৩, তারিখ-২২-০১-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ঈ) ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮৩—রাজশাহী জেলার রাজপাড়া থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-০৫-০১-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ই),(ঈ),(উ) ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮৪—রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার মামলা নং-৫১, তারিখ-২৬-১০-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮৫—রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার মামলা নং-৭৪, তারিখ-১৬-০৩-২০২১ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২৫-১৮৬—চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানার মামলা নং-১২, তারিখ-১৯-০৯-২০২৩ খ্রিঃ- এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২৪-২৩২—রাজশাহী জেলার কাশিয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৯, তারিখ-২২-০৫-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২৪-২৩৩—রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া মডেল থানার মামলা নং-৪৪, তারিখ ২৭-১১-২০২২ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২৪-২৩৪—নওগাঁ জেলার আত্রাই থানার মামলা নং-১৮/২৪০, তারিখ ২৮-১১-২০২১ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(১)(ক) এর (অ)/১১/১৩/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২৪-২৩৫—রাজশাহী জেলার কর্ণহার থানার মামলা নং-৪, তারিখ-২৩-০৫-২০২৩ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাই
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসরকারি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ মাঘ ১৪৩১/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০০৪.১৯(অংশ)-৩৯—বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর ৯ম, ১১তম এবং ১৩তম গ্রেডের সকল শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ কমিটি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

০১. পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

০২. পরিচালক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ঢাকা

০৩. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ঢাকা

০৪. উপসচিব (পর্যটন-১), বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

০৫. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি

০৬. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি

০৭. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন প্রতিনিধি

সদস্য সচিব

০৮. মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ঢাকা

২। কমিটির কার্যপরিধি:

সরকার/করপোরেশন কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা বা সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ৯ম, ১১তম এবং ১৩তম গ্রেডের সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

৩। কোনো বিশেষজ্ঞ/কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কর যাবে।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৫। ইতঃপূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত সকল নিয়োগ কমিটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. কে. এম মনিরুজ্জামান
উপসচিব।

সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩১/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৪.১৯.০০১.২০.৭২—সরকার আকাশপথে বাংলাদেশের যাত্রীসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এয়ার টিকিটের উচ্চমূল্য রোধকল্পে সার্বক্ষণিক তদারকির নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি টাস্কফোর্স গঠন করিল:

সভাপতি

(ক) অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(গ) প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

(ঘ) প্রতিনিধি, স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(ঙ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

(চ) প্রতিনিধি, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান)

(ছ) প্রতিনিধি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)

(জ) প্রতিনিধি, বোর্ড অব এয়ারলাইন্স রিপ্রেজেন্টেটিভস (বার)

(ঝ) প্রতিনিধি, ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)

(ঞ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা)

(ট) প্রতিনিধি, হজ্ব এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)

(ঠ) প্রতিনিধি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

(ড) প্রতিনিধি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা

সদস্য সচিব

(ঢ) উপসচিব (সিএ-৩), বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

উক্ত টাস্কফোর্স প্রয়োজনে যেকোনো সময় যেকোনো সদস্যকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

২। কার্যপরিধি:

(ক) টাস্কফোর্স বাংলাদেশের বাজারে এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য রোধকল্পে নিয়মিত তদারকি করিবে;

(খ) টাস্কফোর্স এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের কারণসমূহ চিহ্নিত করিবে ও সেগুলো আশু প্রতিকার বা উত্তরণের পন্থা-পদ্ধতি সরকার বরাবর সুপারিশ/ প্রস্তাব করিবে;

(গ) টাস্কফোর্স প্রতি ৩(তিন) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে;

(ঘ) উদ্ভুত কোনো জরুরি পরিস্তিতে বা প্রয়োজনে টাস্কফোর্স জরুরি সভা আয়োজন করিতে পারিবে;

(ঙ) টাস্কফোর্স বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর উহার সুপারিশ/প্রস্তাব দাখিল করিবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্টপতির আদেশক্রমে

রুমানা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.২৪-৭২**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯-এর ধারা ৯(১)(খ)-এর বিধান অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩(তিন) বছর অথবা এই বিভাগে কর্মকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত, যা আগে ঘটে, সেই সময়ের জন্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. দেলোয়ার হোসেন
যুগ্মসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ মাঘ ১৪৩১/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০৬.২৪-৯৭**—এতদ্বারা 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ধারা ২৫ক এর উপধারা (১) প্রয়োগ করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনে আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য পূর্ণকালীন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

নাম/পদবি ও কর্মস্থল	সিটি কর্পোরেশন
জনাব মোহাম্মদ এজাজ চেয়ারম্যান, রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক 'স্থানীয় সরকার সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'এর ধারা ২৫ক এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বিধি মোতাবেক মাসিক সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২.১৯**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে ডবলমুরিং মডেল থানার সাধারণ ডাইরি নম্বর ০৬, তারিখ-১-১২-২০২৪ অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২৪(ক) ধারা মতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬(ক) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমতি (Consent) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাই
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৪৮**—যেহেতু, জনাব এসএম তানভীর আরাফাত, পিপিএম-বার (বিপি-৭৭০৫১০২৪৬৭), পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, সিলেট (সাবেক পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া জেলা)-কে কুষ্টিয়া সদর থানার মামলা নং-২৮, তারিখ ২৯-৯-২০২৪ খ্রি. মূলে গত ২৬-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখে তাকে গ্রেফতারপূর্বক একইদিন সদর আমলী আদালতে হাজির করা হলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

সেহেতু, জনাব এসএম তানভীর আরাফাত, পিপিএম-বার-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ২৬-১২-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩১ /১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৭.০৪(১)-৭৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মির্জা মোঃ হাসান আলী, পিতা- মির্জা মোঃ আব্দুল মান্নান, মাতা- রহিমা খাতুন, গ্রাম-উপজেলা কমপ্লেক্স, ডাকঘর- মাধবপুর, ৭নং ওয়ার্ড, মাধবপুর, পৌরসভা, উপজেলা- মাধবপুর, জেলা- হবিগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর পৌরসভার ০৬ ও ০৭ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ ফাল্গুন ১৪৩১ /১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২.৪৮**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ রাফি হোসেন খান (বিডি/১০০৬১), জিডি(পি)- কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৫ অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪৩১ /১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.১৯.০০৩.২২.৯৯**—জনাব মোঃ সিরাজুস সালেহীন, সাবেক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ফুলপুর, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে বাদী জনাব মিজানুর রহমান সি.আর (কোতোয়ালী) মামলা নং-৩২২/২০২৩ দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় গ্রেফতার হন এবং সে প্রেক্ষিতে , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে তাঁকে ২৭-০৪-২০২৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে, জনাব মোঃ সিরাজুস সালেহীনকে ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম বিচারিক আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক কোতোয়ালী সি.আর.মামলা নং- ৩২২/২০২৩ এর দায় হতে খালাস প্রদান করা হয়েছে এবং মামলাটি চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানিয়েছেন।

২। সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সিরাজুস সালেহীন-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাময়িক বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে চাকরিতে পনর্বহাল করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে এ মন্ত্রণালয় হতে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে:

(খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৫-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২৭.০০৫.২৩.৩০৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারীকৃত ২৭-০৪-২০২৩ তারিখ হতে তাঁর সাময়িক বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তাঁকে অবিলম্বে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকায় যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো;

(খ) তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় (ক্রিমিনাল রিভিশন মামলা নং ৩৭/২০২৩, ৩৪১/২০২৩ ও ১৩৬/২০২৩) যদি তিনি দণ্ডিত হন বা খালাসপ্রাপ্ত হন, তবে সেক্ষেত্রে আদালতের রায়/আদেশানুযায়ী তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪৩১ /১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.১৯.০০৩.২২-৯৬**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের ১৮-০৪-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২১-৯৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) এর আওতাধীন পদসমূহে চলতি দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো:

(১)	সিনিয়র সচিব/সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	যুগ্মসচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ	সদস্য

এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মৎস্য-১) কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের বেতন স্কেল এর ১ম, ২য়, ও ৩য় গ্রেডের পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ প্রদান ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৬.১১(১)-১০৫—**মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, জন্ম তারিখ: ১২-০৬-১৯৯৩ খ্রি., পিতা- মফিজুর রহমান, মাতা- হুমাইরা বেগম, গ্রাম- মাইজ পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর-খুটাখালী, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ১৭ নং খুটাখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।